অনৈক্যের কারণ ও এর প্রতিকার

02-July-2020

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(For Islamic Sisters)

প্রত্যেক মুবাল্লিগা বয়ান করার পূর্বে কমপক্ষে তিনবার পাঠ করুন

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

দরূদ শরীফের ফযীলত

উম্মুল মুমিনিন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهَا থেকে বর্ণিত; **হুযুর** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَتْ شَفَاعَةٌ لَّهٗ عِنْدِيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ অর্থাৎ যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার প্রতি দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তবে কিয়ামতের দিন তার জন্য শাফায়াত করা আমার দয়াময় দায়িত্বে থাকবে।

(কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আযকার, ১ম অংশ, ১/২৫৫, হাদীস ২২৩৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি এবং সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রথমে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِّنْ عَمَلِهٖ” মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট:

নেক ও জায়িয কাজে যত ভালো নিয়্যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নিয়্যতের মাঝে পরিবর্তন করা যেতে পারে।

✲ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✲ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনের** সম্মানার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✲ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্য ইসলামী বোনদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✲ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✲ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! اُذْكُرُ اللّٰه! صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি

শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীনীর মনতুষ্টির জন্য নিম্নস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✵ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো। ✵ বয়ানের সময় অযথা মোবাইল ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকবো। ✵ বয়ান রেকর্ড করবো না এবং এমন কোর প্রকার আওয়াজ করবো না যার অনুমতি নেই। ✵ যা কিছু শুনবো, তা শুনে এবং বুঝে এর উপর আমল করবো আর তা পরে অপরের নিকট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আজকের সাপ্তাহিক ইজতিমার বয়ানের বিষয়বস্তু হলো **"অনৈক্যের কারণ ও এর প্রতিকার"**। যেহেতু অনৈক্যের প্রতিকার, এর কারণ জানা ছাড়া করা অসম্ভব, সুতরাং অনৈক্যের কারণ এবং এর ধ্বংসযজ্ঞতা সম্পর্কে আয়াতে মুবারাকা, হাদীসে করীমা এবং উপদেশ ও শিক্ষামূলক ঘটনাবলী বর্ণনা করা হবে। আহ! আমাদের সম্পূর্ণ বয়ান ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে শুনার সৌভাগ্য নসীব হতো। **আল্লাহ পাক** আমাদের পরিবারকে শরীয়াত ও সুন্নাতের বেষ্টনী বানিয়ে দিক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আউস ও খাযরাজের ঘটনা

মদীনায়ে পাকে আরবের দু'টি গোত্র থাকতো, একটির নাম হলো "আউস" আর অপরটির নাম হলো "খাযরাজ"। আউস ও খাযরাজ গোত্র প্রথম দিকে খুবই একতা ও ভ্রাতৃত্বের সাথে মিলেমিশে থাকতো কিন্তু পরবর্তিতে আরবের স্বভাব অনুযায়ী এই দু'টি গোত্রে ঝগড়া শুরু হয়ে গেলো। একপর্যায়ে সর্বশেষ যুদ্ধ যা "বুআস যুদ্ধ" নামে পরিচিত, এই যুদ্ধের এমন ভয়াবহ এবং রক্তক্ষয়ী ছিলো, এতে আউস ও খাযরাজের প্রায় সকল বীরের পরস্পর লড়াই করে এই যুদ্ধে মারা গেলো, এভাবে নিজেদের মধ্যে ঝগড়া ও শত্রুতার কারণে এই দু'টি গোত্র খুবই দূর্বল হয়ে গেলো।

ইসলাম কবুল করার পর **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বদৌলতে আউস ও খাযরাজের পুরোনো সকল মতানৈক্য শেষ হয়ে গেলো এবং এই দু'টি গোত্র পরস্পর একতা ও ভালবাসা সহকারে থাকতে লাগলো। তারা ইসলাম ও মুসলমানদের অনেক সাহায্য করে, তাই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই সৌভাগ্যবানদের শুধু "আনসার" এর মর্যাদাময় উপাধী দেননি বরং **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাদের ভালবাসাকে ঈমানের নিদর্শন ঘোষনা করেছেন। যেমনিভাবে

হযরত আনাস رَضِىَ اللهُ عَنْهُ বর্ণনা করেন; **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: ঈমানের নিদর্শন হলো, আনসারের প্রতি ভালবাসা পোষণ করা এবং মুনাফেকীর নিদর্শন হলো, আনসারের সাথে শত্রুতা পোষণ করা।

(বুখারী, কিতাবু মানাকিবিল আনসার, বাবু হুব্বুল আনসার, ২/৫৫৫, হাদীস ৩৭৮৪)

একবার আউস ও খাযরাজের কিছু লোক মিলেমিশে একটি বৈঠকখানায় বসে কথা বলছিলো, এমন সময় এক অমুসলিম আসলো, সে যখন দেখলো যে, ইসলাম আউস ও খাযরাজের মাঝে মতবিরোধ দূর করে তাদেরকে ভালবাসা ও একনিষ্টতার রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে, তখন সে হিংসার আগুনে জ্বলতে লাগলো, সে একজন অমুসলিম যুবককে ঐ লাইনগুলো মুখস্থ করালো যা বুআছ এর লড়াই সম্পর্কে আউস ও খাযরাজের কবিরা পাঠ করতো, অতঃপর তাকে বললো: গিয়ে আউস ও খাযরাজের বৈঠকে বসে তাদেরকে এই লাইনগুলো শুনাও, যখন সে এই লাইনগুলো শুনালো তখন আউস ও খাযরাজের রাগ আবারো প্রস্ফুটিত হলো এবং উভয়ে বললো: এসো আবারো একবার হয়ে যাক। এমনকি সবাই অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে গেলো। যখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এই সংবাদ শুনলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم খুবই দ্রুত যুদ্ধের ময়দানে পৌঁছে গেলেন, উভয় গোত্রের লোকদেরকে বাধা দিলেন এবং ইরশাদ করলেন: আমি তোমাদের মাঝে উপস্থিত আর তোমরা কি জাহেলিয়্যতের যুদ্ধ করতে যাচ্ছো? **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপদেশ শুনে তারা উভয়ে বুঝে গেলো যে, এটা শয়তানের চক্রান্ত এবং অমুসলিমদের চক্রান্ত ছিলো, অতএব উভয়ে তাওবা করলো, একে অপরকে বুকে জড়িয়ে নিলো এবং ভালবাসা সহকারে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নেতৃত্বে আবারো নিজ নিজ ঘরে ফিরে এলো। (সীরাতুল জিনান, ২/১৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আউস ও খাযরাজের এই ঘটনা থেকে দু'টি বিষয় জানা গেলো:

(১) প্রথম বিষয়টি হলো; যখনই কোথাও ঝগড়া বিবাদের আগুন জ্বলে তখন একজন সত্যিকার ও উত্তম মুসলমানের কাজ হলো, সে যেনো আপন **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পদাঙ্ক অনুসরনে চলে ঝগড়া বিবাদের আগুনকে নিভানোর চেষ্টা করে। কেননা সমঝোতার নামে এদিকের কথা ওদিকে এবং ওদিকের কথা এদিকে লাগানো, সাথে মরিচ মসলাও অন্তর্ভূক্ত করে দেয়া, পরস্পরের ঝগড়ার আগুনে আরো ফুক দেয়া এবং ঝগড়া বিবাদের আশায় থাকা, এসব শয়তান ও তার অনুসারীদের কাজ।

(২) দ্বিতীয়টি বিষয়টি হলো: জানা গেলো, ঝগড়া বিবাদ শান্তির পরিবেশকে নষ্ট করার পাশাপাশি উভয় পাশের লোকদের দূর্বল বানিয়ে দেয়, তাদের সামাজিক ও আর্থিক ক্ষতিতে লিপ্ত করে দেয়। যেমনটি আউস ও খাযরাজ গোত্র যখন যুদ্ধ করতো তখন তাদের সম্পদও নষ্ট হতো, প্রাণও নষ্ট হতো আর উপকার কিছুই হতো না, বরং উল্টো তারা খুবই দূর্বল হয়ে যেতো। ঝগড়া বিবাদে তাদের ক্ষতি সমূহের আলোকে বলা হয় যে, ঝগড়া বিবাদ শয়তানি কাজ। শয়তানই এই চেষ্টায় থাকে যে, কিভাবে ঝগড়া বিবাদের আগুন লাগিয়ে দিবে।

শয়তানের এই মারাত্মক আক্রমন থেকে সতর্ক করতে গিয়ে **১৫তম** পারা সূরা বনী ইসরাঈলের ৫৩নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الشَّیْطٰنَ یَنْزَغُ بَیْنَهُمْ ؕ اِنَّ الشَّیْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِیْنًا ﴿۵۳﴾

(পারা ১৫, সূরা বনী ইসরাঈল, আয়াত ৫৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় শয়তান তাদের পরস্পরের মধ্যে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে দেয়। নিশ্চয় শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু।

অনুরুপভাবে ৭ম পারা সূরা মায়েদার ৯১ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اِنَّمَا یُرِیْدُ الشَّیْطٰنُ اَنْ یُّوْقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَ الْبَغْضَآءَ

(পারা ৭, সূরা মায়েদা, আয়াত ৯১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: শয়তান তো এটাই চায় যে, তোমাদের মাঝে শত্রুতা এবং বিদ্বেষ ও ক্ষোভ ঘটাবে।

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! বর্ণনাকৃত আয়াতে করীমাটি সামনে রেখে যদি আমরা আমাদের সমাজের দিকে দৃষ্টি দিই তবে এই তিক্ত বাস্তবতা আমাদের সামনে আসবে যে, আজ শয়তান নিজের এই আক্রমনে সফল হচ্ছে, যেমন; কোথাও বংশ ছোট বড় হওয়া নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে, আবার কোথাও নিজের গোত্রের প্রতি সীমাতিরিক্ত পক্ষপাতিত্বের কারণে একে অপরের সাথে লেগে আছে, কোথাও স্বামী স্ত্রীর মাঝে ঝগড়া প্রবল হচ্ছে, কোথাও শাশুড়ী বৌয়ের সাথে বনিবনা হচ্ছে না, কোথাও ভাড়িওয়ালা ও ভাড়াটিয়ার মাঝে হাতাহাতি হচ্ছে, কোথাও ডাক্তার ও রোগী একে অপরের প্রতি অধৈর্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে, কোথাও প্রতিবেশিরা একে অপরের রক্ত পিপাসু, কোথাও আত্মীয়দের মাঝে যুদ্ধের পরিবেশ, কোথাও প্রাণ উৎসর্গ করার দাবীদার বান্ধবিদের মাঝে অনৈক্য সৃষ্টি হচ্ছে আবার কোথাও পুরো পরিবারই যেনো যুদ্ধের ময়দানে লিপ্ত মনে হচ্ছে। যদি আমরা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণীর উপর আমল করি তবে আজ আমাদের সমাজের এই অনৈক্য সৃষ্টি হতো না বরং চারিদিকে ভালবাসা ও কল্যাণই দেখা যেতো।

আসুন! ঝগড়া বিবাদের ধ্বংসযজ্ঞতা সম্বলিত **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী শ্রবণ করি:

ঝগড়া বিবাদের নিন্দা সম্বলিত প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৪টি বাণী

(১) ইরশাদ হচ্ছে: **আল্লাহ পাকে**র নিকট সবচেয়ে অপছন্দনীয় সেই, যে অনেক বেশি ঝগড়াটে। (বুখারী, কিতাবুল মাযালিম, ২/১৩০, হাদীস ২৪৫৭)

(২) ইরশাদ হচ্ছে: যে বিনা কারণে ঝগড়া করে, সে সর্বদা **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টিতেই থাকে, এক পর্যায়ে তাকে ছেড়ে দেন।

(মওসুআতু লিইবনে আবীদ দুনিয়া, কিতাবুস সামত ও আদাবিল লিসান, ৭/১১১, হাদীস ১৫৩)

(৩) ইরশাদ হচ্ছে: কোন জাতি হেদায়তের উপর থাকার পর পথভ্রষ্ট হবে না, যদি ঝগড়া না করে। (তিরমিযী, কিতাবুত তাফসীর, ৫/১৭০, হাদীস ৩২৬৪)

(৪) ইরশাদ হচ্ছে: বান্দা ঈমানের মূল উৎকর্ষে ততক্ষণ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যের উপর থাকার পরও ঝগড়া ছেড়ে দিবে না।

(মওসুআতু ইবনে আবীদ দুনিয়া,, কিতাবুস সমত, ৭/১০১, হাদীস ১৩৯)

আর যে ঝগড়া করবে না তার সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি ভুলের উপর থেকে ঝগড়া করে না, তার জন্য জান্নাতের কিনারায় একটি ঘর বানানো হবে আর যে সত্যের উপর থেকেও ঝগড়া করলো না, তবে তার জন্য জান্নাতের মধ্যখানে একটি ঘর বানানো হবে।

(তিরমিযী, কিতাবুল বিররে ওয়াস সিলাহ, ৩/৪০০, হাদীস ২০০০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অযথা রাগ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অযথা রাগও এমন একটি মারাত্মক রোগ, যা বড় বড় ফিতনার জন্ম দেয় এবং অনৈক্যের দরজা খুলে দেয়। রাগ নফসের ঐ উত্তেজনার নাম, যা অপরের কাছ থেকে প্রতিশোধ নেয়া অথবা সম্পর্ক ছিন্ন করার জন্য উৎসাহিত করে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৬৫৫)

অযথা রাগ থেকে সৃষ্ট ১৬টি মন্দ বিষয় চিহ্নিতকরণ

মনে রাখবেন! অযথা রাগের কারণে অনেক ধরনের গুনাহ জন্ম হয়, যা আখিরাতের জন্য ধ্বংসময়, যেমন; ✡ রাগের কারণে হিংসা জন্ম নেয়। ✡ গীবত হয়ে থাকে। ✡ চোগলখুরী করার প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। ✡ অন্তরে গোপন শত্রুতা সৃষ্টি হয়। ✡ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হয়। ✡ মিথ্যার দিকে নিয়ে যায়। ✡ রাগের কারণে লোক মানুষের সম্মান নষ্ট করে দেয়। ✡ নিজের চেয়ে কম মর্যাদাবান মুসলমানকে নিকৃষ্ট মনে করার ঘৃণ্য মানসিকতা সৃষ্টি হয়। ✡ উভয় পক্ষ থেকে গালিগালাজ অব্যাহত থাকে। ✡ মানুষ অহংকারে লিপ্ত হয়ে যায়। ✡ বিনা কারণে মারামারিতে লিপ্ত হয়। ✡ অপরকে ঠাট্টা তামাশা করে। ✡ মানুষকে অপরের প্রতি নির্দয় হওয়াতে উদ্বুদ্ধ করে। ✡ কারো প্রতি চক্ষু লজ্জা থাকে না। ✡ অনেক সময় রাগের কারণে হাসিখুশি পরিবার উজাড় হয়ে যায়, অর্থাৎ স্বামী স্ত্রীর মাঝে তালাক পর্যন্ত হয়ে যায়, ✡ রাগে লিপ্ত ব্যক্তি নিজের শত্রুর ক্ষতিতে খুশি এবং আনন্দিত হয় আর ✡ রাগের কারণে খোঁটা দেয়ার মতো ঘৃণ্য অভ্যাস সৃষ্টি হয়ে যায় ইত্যাদি।

অনেকের রাগ অন্তরে লুকিয়ে থাকে এবং বছরের পর বছর পর্যন্ত যায় না, ঐ রাগের কারণে সে কারো মৃত্যু বা বিবাহের অনুষ্ঠান প্রভৃতিতে অংশগ্রহণ করে না। অনেকে যদিও প্রকাশ্যভাবে নেককার হয়, তারপরও রাগকে মনের মধ্যে লালন করতে থাকে, তার প্রকাশ এভাবে হয় যে, যার উপর সে রাগ করেছে তাকে যে সহযোগীতা করে আসছিলো, তখন তা বন্ধ করে দেয়। এখন তার সাথে সদাচরণ করে না, সহানুভূতি দেখায় না, যদি সে নাতের মাহফিল ইত্যাদির আয়োজন করে তবে مَعَاذَ الله শুধুমাত্র নিজের অসন্তুষ্টি ও রাগের কারণে এরূপ বরকতময় অনুষ্ঠানেও অংশগ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে। কিছু আত্মীয়-স্বজন এমনও রয়েছে যে, তাদের সাথে লক্ষবার সদাচরণ ও সদ্ব্যবহার করা হলেও তারা জেদ ধরে রাখে, কিন্তু তবুও আমাদের নিরাশ হওয়া উচিত নয়। হাদীস শরীফের প্রসিদ্ধ কিতাব **"জামে সগীরে"** বর্ণিত রয়েছে: **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: صِلْ مَنْ قَطَعَكَ অর্থাৎ যে ব্যক্তি তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তুমি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো।

(জামে সগীর, ৩০৯ পৃষ্ঠা, হাদীস ৫০০৪)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

চোগলখুরী

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! চোগলখুরীও এমন একটি নিকৃষ্ট রোগ, যা অনেক বেশি ধ্বংস নিয়ে আসে এবং পরস্পর অনৈক্যের কারণ হয়।

চোগলখুরী কাকে বলে?

ইমাম নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه থেকে বর্ণিত: কারো কথা ক্ষতির উদ্দেশ্যে অপরের নিকট বলাকে চোগলখুরী বলে। (উমদাতুল কারী, ২/৫৯৪, ২১৬নং হাদীসের পাদটিকা)

মানুষের মাঝে ঝগড়া ফ্যাসাদ সৃষ্টির লক্ষ্যে একজনের কথা আরেকজনকে বলাকে চোগলখুরী বলে। (আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, বাবুস সানি, ২/৪৬)

চোগলখুরীর উদাহরণ

যেমন; কোন শিক্ষার্থীনি অন্য শিক্ষার্থীনি শাস্তি দেয়ার জন্য শিক্ষিকাকে অভিযোগ করা, স্ত্রীর সামনে স্বামীর দূর্বলতা বর্ণনা করা, ভাইকে ভাইয়ের সাথে

ঝগড়া করানোর জন্য তার দোষ প্রকাশ করা, সন্তানকে পিতামাতা থেকে দূর করার জন্য তাদের মাঝে থাকা মন্দ স্বভাবের আলোচনা করা। এই সকল উদাহরণ স্থান কাল ভেদে চোগলখুরীর অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

চোগলখুরীর ধ্বংসলীলা

আফসোস! আফসোস! আজ আমাদের সমাজে চোগলখুরীর রোগ ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বেকার লোকের মাঝে মুসলমানদের সম্মানের প্রেরণা ভরা ছিলো এবং প্রত্যেক মুসলমান অপর মুসলমানের সম্মানের নিরাপত্তা বিধান করতো, কিন্তু আহ! বর্তমানে চারিদিকে ঘৃণার দেয়াল সৃষ্টি হয়ে গেছে। চোগলখুরীর ন্যায় মারাত্মক রোগের কারণে যেনো প্রতিটি ঘর যুদ্ধের ময়দানে পরিণত হয়ে গেছে। অতএব কাল পর্যন্ত যারা একে অপরের জন্য প্রাণ উৎসর্গ করার দাবী করতো, যারা একে অপরের সম্মানের নিরাপত্তা বিধানকারী ছিলো, যাদের বন্ধুত্ব এবং তাদের ঐক্য ও একতার উদাহরণ দেয়া হতো, যারা একে অপরের বিরুদ্ধে একটি শব্দ শুনাও পছন্দ করতো না, যারা খারাপ সময়ে একে অপরের কাজে আসতো, যারা একে অপরকে নেক কাজের উৎসাহ দিতো, চোগলখুরীর ন্যায় নিকৃষ্ট শয়তানী কাজের ভয়াবহতার কারণে তাদের মাঝে ঘৃণার এমন শক্ত দেয়াল খাড়া হয়ে যায় যে, অতঃপর তারা একে অপরের দিকে তাকানোও পছন্দ করে না। এভাবে বুঝে নিন যে, যেভাবে আগুন ঘর, ফ্যাক্টরী, কোম্পানী, গুদাম, জঙ্গল, গ্রাম-গঞ্জ এবং বিভিন্ন জিনিষকে ঘন্টার মধ্যেই নয় বরং মিনিটের মধ্যেই জ্বালিয়ে ছাই বানিয়ে দেয়, তেমনিভাবে বংশ, গোত্র, ঘর, খান্দান, প্রতিষ্ঠান, সংগঠনের শান্তি নষ্ট করা এবং মনের মাঝে ঘৃণার বীজ বপন করাতে প্রায় চোগলখুরীর ভয়াবহতাকেই দেখা যায়।

আসুন! শিক্ষা গ্রহণের জন্য **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী শ্রবণ করি:

চোগলখুরী সম্পর্কে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ৩টি বাণী

(১) গীবত ও চোগলখুরী ঈমানকে এমনভাবে কেটে দেয়, যেভাবে রাখাল বৃক্ষকে কেটে দেয়। (আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুল আদব, ৩/৪০৫, হাদীস ৪৩৬২)

(২) চোগলখুরী করার জন্য এদিক সেদিক ঘুরাফেরা কারী এবং নির্দোষ মানুষের দোষ অন্বেষনকারী **আল্লাহ পাকের** নিকট নিকৃষ্টতর বান্দা।

(মুসনাদে ইমাম ইহমদ, মুসনাদে শামেয়িন, ৬/২৯১, হাদীস ১৮০২০)

(৩) لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ অর্থাৎ চোগলখুর জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(বুখারী, কিতাবুল আদব, ৪/১১৫, হাদীস ৬০৫৬)

বর্ণনাকৃত শেষোক্ত হাদীসে মুবারাকার আলোকে হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: قَتَّاتٌ হলো সেই, যে দুজন বিরুদ্ধবাদীর কথা গোপনে শুনে এবং তাদের মাঝে বিবাদ আরো বৃদ্ধি করার জন্য একজনের কথা আরেকজনকে বলে, যদি সে ঈমান সহকারে মারা যায় তবে প্রথমতঃ (প্রথমেই) জান্নাতে যেতে পারবে না, পরে গেলে যেতে পারবে, যদি কুফরের উপর মারা যায় তবে কখনোই যাবে না। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৫২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মিথ্যা

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! অনৈক্য এবং নিজেদের মধ্যে বনিবনা না হওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ হলো মিথ্যা বলা।

মিথ্যার সংজ্ঞা

কারো ব্যাপারে সত্যের বিপরীত সংবাদ দেয়াকে মিথ্যা বলা হয়। বক্তা গুনাহগার তখনই হবে, যখন (বিনা প্রয়োজনে) ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা বলবে।

(হাদীকাতুন নাদীয়া, ২য় অংশ, ১ম বচন, ৪/১০)

মিথ্যার ধ্বংসলীলা

✲ যখন বান্দা মিথ্যা বলে, তখন এর দূর্গন্ধে ফিরিশতারা এক মাইল দূরে সরে যায়। (তিরমিযী, বাবু মাজাআ ফিস সিদকে ওয়াল কযব, ৩/৩৯২, হাদীস ১৯৭৯) ✲ মিথ্যা বলা সবচেয়ে নিকৃষ্ট ধোকাবাজী। (আবু দাউদ, কিতাবুল আদব, ৪/৩৮১, হাদীস ৪৯৭১) ✲ মিথ্যা ঈমানের পরিপন্থী। (মুসনাদে ইমাম আহমদ, মুসনাদে আবু বকর সিদ্দিক, ১৬/২২, হাদীস ১) ✲ মানুষকে হাঁসানোর জন্য মিথ্যাবাদীর জন্য রয়েছে ধ্বংস। (তিরমিযী, কিতাবুয যুহুদ, ৪/১৪২, হাদীস ২৩২২) ✲ মানুষকে হাঁসানোর জন্য মিথ্যাবাদী দোযখের এত গভীরে নিক্ষিপ্ত হবে, যার আসমান ও

জমিনের দূরত্বের বেশি। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হিফযুল লিসান, ৪/২১৩, হাদীস ৪৮৩২) ✻ মিথ্যা বলাতে মুখ কালো হয়ে যায়। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হিফযুল লিসান, ৪/২০৮, হাদীস ৪৮১৩) ✻ মিথ্যা বলা কবীরা গুনাহ। (মু'জামু কবীর, ১৮/১৪০, হাদীস ২৯৩) ✻ মিথ্যা বলা মুনাফিকের নিদর্শন সমূহের একটি নিদর্শন। (মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, ৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস ১০৬) ✻ মিথ্যাবাদী কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাকের** নিকট সবচেয়ে বেশি অপছন্দনীয় ব্যক্তিদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

(কানযুল উম্মাল, ১৬/৩৯, হাদীস ৪৪০৩৭)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আপনারা শুনলেন তো! মিথ্যা আখিরাতের জন্য কত ক্ষতিকারক বিষয়। তাই বুদ্ধিমান সেই, যে মিথ্যার পিছু ছাড়িয়ে সর্বদা সত্যের উপর অটল থাকে। সত্য বলাতে মানুষ শুধু মিথ্যার ধ্বংসলীলা থেকে বেঁচে থাকে না বরং সত্য বলার উপকারীতা দ্বারাও ধন্য হয়। আসুন! উৎসাহ গ্রহনার্থে সত্য বলার কয়েকটি উপকারীতা শ্রবণ করি।

সত্য বলার উপকারীতা

হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ❈ যার সত্য বলার অভ্যাস হয়ে যাবে, **আল্লাহ পাক** তাকে নেককার বানিয়ে দিবেন। ❈ তার ভাল কাজের স্বভাব হয়ে যাবে। ❈ এর বরকতে সে মৃত্যুর সময় পর্যন্ত নেককার থাকবে। ❈ গুনাহ থেকে বেঁচে থাকবে। ❈ সে সব ধরনের আযাব থেকে নিরাপদ থাকবে। ❈ সব ধরনের সাওয়াব পাবে। ❈ তার সম্মান অন্তরে বসে যাবে। (মিরাতুল মানাজিহ, ৬/৪৫২) সত্য এমন একটি নূর, যা সত্যবাদীর অন্তরে হেদায়তের কারণে হয়ে থাকে, যেরূপ তার আপন রবের নৈকট্য অর্জিত হয়, সেরূপ তার সেই নূর অর্জিত হয়। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, ২২তম পারা, সূরা আহযাব, ৩৫নং আয়াতের পাদটিকা, ৭/১৭৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!   صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মাদানী ইনআমাত নম্বর ৪২ এর উৎসাহ প্রদান

سُبْحٰنَ الله! আপনারা শুনলেন তো! সত্যবাদীর সত্য বলাতে কিরূপ বরকত নসীব হয়, সুতরাং মিথ্যা থেকে সর্বদা বিরত থাকুন এবং সত্যকে সর্বদা দৃঢ়ভাবে

আঁকড়ে ধরুন। এর বরকতে সমাজ থেকে অনৈক্যের মূলৎপাটন এবং একতার সুবাস ছড়িয়ে পড়বে। মনে রাখবেন! যেমনিভাবে ঘরের বাইরে অনৈক্যের প্রতিকার হওয়া আবশ্যক, তেমনিভাবে ঘরের ভেতরও যদি অনৈক্যের অন্ধকার নেমে আসে তবে তাও আলোতে পরিবর্তন করা খুবই জরুরী। ঘরের ভেতর অনৈক্যের মূলৎপাটন করতে, ঘরে ঐক্যের পরিবেশ ফিরিয়ে আনতে এবং মাদানী পরিবেশ সৃষ্টির জন্য একটি অনন্য পদ্ধতি হলো ঘর এবং বাইরে হাসি ঠাট্টা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকা। এই সকল বিষয় থেকে বাঁচার উৎসাহ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه **"৬৩টি মাদানী ইনআমাতে"**ও দিয়েছেন।

মাদানী ইনআমাত নম্বর ৪২: আপনি কি আজকে (ঘরে কিংবা বাইরে) **হাসি ঠাট্টা, কৌতুক, বিদ্রুপ, ভর্ৎসনা ও অন্যের মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি** থেকে বিরত থাকাতে সফল হয়েছেন? (মনে রাখবেন! কোন মুসলমানের অন্তরে কষ্ট দেয়া কবীরা গুনাহ।)

আপনারাও নিজের ঘরে ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য আজই মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকাটি সংগ্রহ করে প্রতিদিন পরকালিন চিন্তা ভাবনা করার অভ্যাস গড়ে নিন, اِنْ شَآءَ الله এর অসংখ্য বরকত অর্জিত হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গালাগালাজ

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা ঘরোয়া অনৈক্য এবং ঝগড়া বিবাদের কারণ সম্পর্কে শুনছিলাম। নিঃসন্দেহে প্রত্যেক ইসলামী বোনই জানে যে, গালাগালাজও ঐ সকল কাজে অন্তর্ভূক্ত, যা অসংখ্য বিপদ, অনৈক্য এবং ঝগড়ার কারণ হয়ে থাকে। তাই এর ভয়াবহতা থেকেও নিজেকে বাঁচানো উচিৎ, আজ দূর্ভাগ্যজনক ভাবে আমাদের ঘর ইত্যাদিতে গালাগালাজ ব্যাপারটি ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করেছে, এই কারণেই পরিবারের শিশুরাও গালি দেয়া শিখে যায়, আর এভাবে তাদের নৈতিকতায়ও খারাপ প্রভাব পরে, অনুরূপভাবে বাইরের পরিবেশেও নিকৃষ্টভাবে গালাগালাজ ব্যাপক হারে ছড়িয়ে পরেছে, এমন অসংখ্য মুসলামনও রয়েছে যারা কোন লাজ লজ্জা ছাড়া مَعَاذَ الله গালি দিয়ে যাচ্ছে এবং এ ব্যাপারে তাদের কোনরূপ

লজ্জাও অনুভব করছে না, এরূপ লোকেদের জানা উচিৎ যে, গালি দেয়া গুনাহ এবং মুসলমানের শান থেকে অনেক দূরে। অসংখ্য হাদীসে করীমায় একে অপরকে গালি দেয়ার ব্যাপারে নিন্দা বর্ণিত হয়েছে।

গীবত

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা অনৈক্যের কারণ ও এর ধ্বংসলীলা সম্পর্কে শুনছিলাম। মনে রাখবেন! অনৈক্যের একটি কারণ হলো গীবত করা। গীবতের সংজ্ঞা হলো; মানুষের এমন কোন দোষ-ক্রটি বর্ণনা করাকে গীবত বলে, যা তার মাঝে বিদ্যমান রয়েছে, এবার সেই দোষ-ক্রটি দ্বীন, দুনিয়া, ব্যক্তিত্ব, চরিত্র, সম্পদ, সন্তান সন্ততি, পোশাক-পরিচ্ছদ, ওঠা-বসা, হাসি, উম্মাদনা ইত্যাদি যে কোন বিষয়েই হোক না কেন, যা তার সাথে সম্পর্কীত। শারীরিক দোষ-ক্রটির উদাহরণ, যেমন; অন্ধ, পঙ্গু, লম্বা, কালো ইত্যাদি বলা। দ্বীনের দোষ-ক্রটির উদাহরণ, যেমন; চোর, ধোকাবাজ, নামাযে অলসতাকারী, পিতামাতার অবাধ্য ইত্যাদি বলা।

বর্ণিত আছে: গীবত খেজুরের মতো মিষ্ট ও মদের মতো উদ্দীপক। **আল্লাহ পাক** এই আপদ থেকে আমাদের রক্ষা করুক এবং আমাদের পক্ষ থেকে যাদের গীবত করা হয়েছে তাদের হককে নিজ অনুগ্রহে স্বয়ং আদায় করুক, কেননা সেই দয়ালূ রব ব্যতিত আর কেউ তা গণনা করতে পারবে না। (আয যাওয়াজির, ২/২৪,২৫)

গীবতের ধ্বংলীলা

মনে রাখবেন! ☆ গীবতের কারণে হাসি খুশি পরিবার উজাড় হয়ে যায়। ☆ গীবতের কারণে অনেক দিনের বন্ধুত্ব শেষ হয়ে যায়। ☆ গীবতের কারণে আত্মীয়তার সম্পর্ক ভেঙ্গে যায়। ☆ গীবত ঈমানকে ছিন্ন করে দেয়। ☆ গীবত মন্দ মৃত্যুর কারণ। ☆ অধিকহারে গীবতকারীর দোয়া কবুল হয় না। ☆ গীবতের কারণে নামায রোযার নূরানিয়্যত চলে যায়। ☆ গীবতের কারণে নেকী নষ্ট হয়ে যায়। ☆ গীবত নেকী সমূহ জ্বালিয়ে দেয়। ☆ গীবতকারী যদি তাওবাও করে নেয়, তবুও সর্বশেষ জান্নাতে প্রবেশ করবে। ☆ গীবতকারী কিয়ামতের দিন কুকুরের আকৃতিতে উঠবে। ☆ গীবতকারী দোযখের বানরে পরিনত হবে। ☆ গীবতকারীকে দোযখে

স্বয়ং নিজের মাংস খেতে হবে এবং ☆ কোরআনে করীমে গীবত করাকে মৃত ভাইয়েরা মাংস খাওয়ার ন্যায় ঘোষনা করা হয়েছে।

২৬তম পারা সূরা হুজরাতের ১২ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

وَلَا يَغْتَبْ بَّعْضُكُمْ بَعْضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَّاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوْهُ ؕ

(পারা ২৬, সূরা হুজরাত, আয়াত ১২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ এ কথা পছন্দ করবে যে, যে আপন মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করবে? বস্তুত; এটা তোমাদের নিকট পছন্দীয় হবে না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

সমঝোতা করে নিন

প্রিয় ইসলামী বোনেরা! আমরা অনৈক্যের কারণ এবং এর ধ্বংসলীলা সম্পর্কে শুনছিলাম, **আল্লাহ**র ওয়াস্তে যেনো সকল মুসলমান রাগ, মিথ্যা, গীবত, চোগলখুরী, গালিগালাজ ইত্যাদি ছেড়ে দিই, **আল্লাহ পাকে**র পবিত্র দরবারে সত্যিকার তাওবা করি এবং সকল অনৈক্যকে নিশ্চিহ্ন করে পরস্পর সমঝোতা করাতে সফল হয়ে যায়।

মনে রাখবেন! সমঝোতা করা ও করানো দয়ালূ **আল্লাহ**কে খুশি করার মতো কাজ, সমঝোতা করাতে **আল্লাহ পাক** সন্তুষ্ট হয়, সমঝোতা করানো **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রিয় সুন্নাত, সমঝোতা করানো বুযুর্গদের অভ্যাস, সমঝোতা করা ও করানোতে মুসলমানের মন খুশি হয়, সমঝোতা করা ও করানোতে শয়তান অসন্তুষ্ট হয়, সমঝোতা করাতে **আল্লাহ পাকে**র রহমত অবতীর্ণ হয়, কিয়ামতের দিন **আল্লাহ পাক তাঁর** বান্দাদের মাঝে সমঝোতা করিয়ে দিবেন। আসুন! এ প্রসঙ্গে একটি খুবই সুন্দর বর্ণনা শ্রবন করি।

আল্লাহ পাক সমঝোতা করাবেন

আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর পুস্তিকা **"অনৈক্যের চিকিৎসা"** এর ৩০-৩১নং পৃষ্ঠায় লিখেন: হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ হতে বর্ণিত, একদা **প্রিয় নবী, রাসূলে**

আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাদের মাঝে উপবিষ্ট ছিলেন। **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুচকি হাসলেন। হযরত সায়্যিদুনা ওমর ফারুক رَضِىَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার প্রতি আমার পিতা-মাতা উৎসর্গিত! আপনার মুচকি হাসার কারণ কি?" ইরশাদ করলেন: "আমার দুইজন উম্মত **আল্লাহ পাকের** দরবারে নতযানু হয়ে বসে পড়বে, একজন আরয করবে: "**হে পরওয়ারদিগার**! আমাকে তার কাছ থেকে ইনসাফ প্রদান করো, সে আমাকে অত্যাচার করেছিলো।" **আল্লাহ পাক** বাদীকে ইরশাদ করবেন: "অসহায় বিবাদী এখন কি করবে, তার নিকটতো কোন নেকী অবশিষ্ট নাই।" অত্যাচারিত (অর্থাৎ বাদী) আরয করবে: আমার গুনাহ তার দায়িত্বে দিয়ে দাও। এ পর্যন্ত ইরশাদ করে **হুযুর** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কান্না করে দিলেন। অতঃপর ইরশাদ করলেন: "সে দিন খুবই মহান দিন হবে। কেননা তখন (অর্থাৎ কিয়ামতের দিন) প্রত্যেকেই এই বিষয়ে আকাঙ্ক্ষা করবে যে, তার বোঝা হালকা হোক।" অতঃপর **আল্লাহ পাক** মজলুমের উদ্দেশ্যে ইরশাদ করবেন: দেখ তোমার সামনে কি আছে?" সে আরয করবে: "**হে দয়ালু প্রতিপালক**! আমি আমার সামনে স্বর্ণের বড় বড় শহর ও বড় বড় অট্টালিকা দেখতে পাচ্ছি, যা মনিমুক্তা দ্বারা সুসজ্জিত। এই শহর ও মনোরম অট্টালিকা কি কোন নবী বা সিদ্দীক অথবা কোন শহীদের জন্য?" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: এগুলো ঐ ব্যক্তিরই জন্য, যে এর মূল্য পরিশোধ করবে।" সেই বান্দা আরয করবে: "তা কিভাবে?" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: " এভাবে যে, তুমি তোমার ভাইয়ের হক যদি ক্ষমা করে দাও। বান্দা বলবে: "**হে দয়ালু প্রতিপালক**! আমি আমার সমস্ত হক ক্ষমা করে দিলাম।" **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: "তোমার ভাইয়ের হাত ধরো এবং উভয়ে একসাথে জান্নাতে চলে যাও।" অতঃপর **নবী করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "**আল্লাহ পাক**কে ভয় করো এবং মানুষের মাঝে সমঝোতা করে দাও, কেননা **আল্লাহ পাক**ও কিয়ামতের দিন মানুষের মাঝে সমঝোতা করে দিবেন।" (মুস্তাদরাক, ৫/৭৯৫, হাদীস ৮৭৫৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিবেশি সম্পর্কে কিছু পয়েন্ট!

আসুন! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা **“কিয়ামতের পরীক্ষা”** থেকে প্রতিবেশি সম্পর্কে কিছু পয়েন্ট শুনার সৌভাগ্য অর্জন করি। প্রথমেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু’টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) “**আল্লাহ পাকে**র নিকট সর্বোত্তম প্রতিবেশী হলো, যে আপন প্রতিবেশীর কল্যাণকামী হয়ে থাকে।” (তিরমিযী, ৩/৩৭৯, হাদীস ১৯৫১) (২) “যে আপন প্রতিবেশীকে কষ্ট দিলো, সে আমাকে কষ্ট দিলো, আর যে আমাকে কষ্ট দিলো, সে যেন **আল্লাহ পাক**কে কষ্ট দিলো।” (আত-তারগীব ওয়াত-তারহীব, ৩/২৪১, হাদীস ১৩) ✯ **“নুযহাতুল ক্বারী”** কিতাবে বর্ণিত আছে: প্রতিবেশী কে, তা প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ রীতি এবং কার্যাবলীর দ্বারা বুঝে নেবে। (নুযহাতুল ক্বারী, ৫/৫৮৬) ✯ ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রতিবেশীর অধিকারের মধ্যে এটাও রয়েছে যে, তাদের প্রথমে সালাম করবে। (ইসলামী বোনেরা পর্দার মধ্যে থেকেই সালাম করবে) ✯ তাদের সাথে দীর্ঘ আলাপ না করা। ✯ তাদের অবস্থাদি সম্পর্কে অতিরিক্ত জিজ্ঞাসাবাদ না করা। ✯ যখন অসুস্থ হয়, তখন তাদের সেবা করা। ✯ বিপদের সময় তাদের সমবেদনা জ্ঞাপন করা আর তাদের সহায়তা করা। ✯ খুশির সময় তাদের মোবারকবাদ জানানো এবং তাদের খুশিতে খুশি প্রকাশ করা। ✯ তাদের ভুলত্রুটিকে ক্ষমা করে দেয়া। ✯ ছাদ থেকে তাদের ঘরে উঁকি না মারা। ✯ তাদের বাড়ির রাস্তা ছোট না করা। ✯ নিজের ঘরে যা কিছু নিয়ে যাচ্ছে, তা দেখার চেষ্টা না করা। ✯ তাদের দোষ ত্রুটি গোপন করা। ✯ যদি তারা কোন দুর্ঘটনা বা কষ্টের শিকার হয়, তবে তাড়াতাড়ি তাদের সাহায্য করা। ✯ তাদের বিরুদ্ধে কোন কথা না শুনা এবং তাদের ঘরের অধিবাসীদের থেকে নিজের দৃষ্টিকে নিচু রাখা। (ইহইয়াউল উলুম, ২/২৬৭)

বিভিন্ন প্রকারের হাজারো সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার দু’টি কিতাব, **“বাহারে শরীয়ত”** ১৬তম অংশ (৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত) এবং ১২০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **“সুন্নাত ও আদাব”** আর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দু’টি পুস্তিকা **“১০১ মাদানী ফুল”** ও **“১৬৩ মাদানী ফুল”** সংগ্রহ করুন এবং পাঠ করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد